কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ইউএসটিসি আন্দোলন

পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষই দায়ী

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রামকে (ইউএসটিসি) ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৭৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। কিন্তু তা না মেনে ওই শিক্ষাবর্ষে ৯০ জন ও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ১৫০ জনকে ভর্তি করে তারা।

এর আগেও ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করেছিল চট্টগ্রামের বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়। ভর্তিতে অনিয়মের কারণে বিএমডিসি ওই পাঁচ শিক্ষাবর্ষের এক হাজার ৩৪৪ জন শিক্ষার্থীকে নিবন্ধন দেয়নি। তাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে।

নিবন্ধন না পাওয়ায় গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলনে নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবিএস শিক্ষার্থীরা। ওই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদন ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তি করায় ইউএসটিসিকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এক মাসের মধ্যে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বলা হয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি চিঠি ইস্যু করা হয়। কিন্তু তা মানেনি ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

২২ মার্চ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারণ করে দেওয়া সময়সীমা শেষ হলেও জরিমানার ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে।

নিবন্ধন নিয়ে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়নি, বরং শিক্ষার্থীরাই বন্ধ করে দিয়েছে ইউএসটিসি। গত মঙ্গলবার (২৮ মার্চ) থেকে সব ফটকে তালা ঝুলছে। এর আগে ২৪ মার্চ ইউএসটিসির ৩৫০ শয্যার বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল বন্ধ করে দেয় আন্দোলনকারীরা। বন্ধ আউটডোর চিকিৎসাসেবাও। দুই দিন ধরে পুরোপুরি অচল এ বিশ্ববিদ্যালয়। সংকট নিরসনে কারো কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষার্থীরা দফায় দফায় সড়ক অবরোধ করছে। যানজটের ভোগান্তিতে পড়ছে সাধারণ মানুষ।

অভিযোগ উঠেছে, পাঁচ শিক্ষাবর্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্তত ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অথচ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জরিমানার ১০ কোটি টাকা দেয়নি ইউএসটিসি।

এদিকে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কয়েক দিন ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারসহ কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন না। উপ-উপাচার্য ডা. নুরুল আবসার গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবি যৌক্তিক। তারা বিএমডিসির নিবন্ধনের দাবিতে আন্দোলন করছে। তবে অফিশিয়ালি আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিনি। তারাই বন্ধ করে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি অচল। গত ২২ মার্চ তারা আমাদের অবরুদ্ধ করেছিল। মঙ্গলবার তারা তালা লাগিয়ে দিয়েছে গেটে। এখন কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।'

উপ-উপাচার্য বলেন, 'গত বুধবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জরিমানার টাকা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিষয়টি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠানো হয়েছে। আশা করি, আগামী সোমবার বা মঙ্গলবারের দিকে মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাব।'

ইউএসটিসির ২৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাইফ গতকাল বলেন, '২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ১০ লাখ টাকা ফি দিয়ে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম। এরপর গত পাঁচ বছরে আরো ১৬ থেকে ১৮ লাখ টাকা দিতে হয়েছে বিভিন্ন খাতে। সব মিলিয়ে ২৬ থেকে ২৮ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিবন্ধন না পেলে পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? এত দিনে ইন্টার্নশিপ করার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা দিতে পারিনি।'

বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়সল ইকবাল চৌধুরী বলেন, 'ইউএসটিসির অতি অর্থলোভের কারণে এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারের নির্দেশনা কখনো মানেনি। তারা এক মাস সময়সীমার শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছে। আগে কেন করেনি? আমরা মনে করছি, শিক্ষার্থীদের মাঠে নামিয়ে দিয়ে তারা সরকার থেকে বিনা খরচে শিক্ষার্থীদের জন্য নিবন্ধন নিতে চায়।'